৩। আয়কর অধ্যাদেশের ধারায় সংশোধনঃ

(ক) আয়কর অধ্যাদেশের ধারা এর উপধারা () এ নগদ ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে আয়কর আইনের বিধান বর্ণিত আছে। পূর্ববর্তী বিধান অনুযায়ী যে কোন করদাতা কর্তৃক ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত এক বা একাধিক উৎস থেকে ১ লাখ টাকার অধিক কোন অংকের ঋণ ক্রসড চেকের মাধ্যম ব্যতীত গৃহীত হলে এবং তা পরবর্তী ৩ বছরের মধ্যে ফেরত না দিলে অপরিশোধিত ঋণ ৪র্থ বছরে অন্যান্য উৎসের আয় হিসেবে গণ্য করার বিধান ছিল। উপরোক্ত বিধান সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত বিধান অনুযায়ী কোম্পানী ব্যতীত যে কোন করদাতা কর্তৃক এক বা একাধিক উৎস থেকে সর্বোচ্চ ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত নগদে গৃহীত ঋণের ক্ষেত্রে() ধারার বিধান প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ সংশোধিত বিধান অনুযায়ী ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বাইরে অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে ক্রসড চেক ভিন্ন অন্য কোন মাধ্যমে সর্বোচ্চ ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ গ্রহণ করা যাবে। তবে, এ ঋণ পরবর্তী ৩ বছরের মধ্যে পরিশোধ না করা হলে ৪র্থ বছরে ঋণ গ্রহনকারীর অন্যান্য উৎসের আয় হিসেবে গণ্য হবে।

১ লা জুলাই, ২০১২ তারিখে বা তার পরবর্তী সময়ে ঋণ গ্রহনের ক্ষেত্রে সংশোধিত এ বিধান প্রযোজ্য হবে।

(খ) আয়কর অধ্যাদেশের ধারা এর উপধারা () অনুযায়ী নূতন করদাতা কর্তৃক সার্বজনীন স্ব-নির্ধারণী দ্বতিতে ব্যবসা বা পেশা আয় প্রদর্শনের মাধ্যমে গঠিত কর অনারোপিত প্রারম্ভিক মূলধন পরবর্তী ৫ বছরের মধ্যে ব্যবসা বা পেশা থেকে স্থানান্তর করা হলে তা স্থানান্তরের বছরে স্থানান্তরকারীর আয় হিসেবে গণ্য করার বিধান রয়েছে। এ ধারায় সংশোধনের মাধ্যমে ভাষাগত অস্পষ্টতা দূর করা হয়েছে। অর্থাৎ সংশোধিত বিধান অনুযায়ী কোন নূতন করদাতা ব্যবসা বা পেশা খাতে আয় প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রদর্শিত আয়ের ৪ গুণ পর্যন্ত প্রারম্ভিক মূলধনের সুবিধা গ্রহন করে থাকলে উক্ত মূলধন বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট আয় বছরে বা আয় বছর শেষ হওয়ার পরবর্তী ৫ বছরের মধ্যে ব্যবসা বা পেশা থেকে সম্পূর্ণ মূলধন বা তার অংশ বিশেষ স্থানান্তর করা হলে স্থানান্তরিত অর্থ স্থানান্তরের বছরে করদাতার অন্যান্য উৎসের আয় হিসেবে গণ্য হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়-

জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন নতুন করদাতা হিসেবে ২০১২-২০১৩ কর বছরে ব্যবসা খাতে আয় প্রদর্শন করে সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে আয়কর রিটার্ন দাখিল করেছেন। ব্যবসা খাতে নিম্নরূপ তথ্য প্রদর্শন করা হয়েছেঃ

- ব্যবসা আয় ১০,০০,০০০/- টাকা;
- প্রারম্ভিক মূলধন ৪০,০০,০০০/- টাকা;
- পারিবারিক ব্যয় হিসেবে আয় থেকে উত্তোলন ৩,০০,০০০/- টাকা;
- সমাপনী মূলধনস্থিতি ৪৭,০০,০০০/- টাকা।

এ ক্ষেত্রে জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন তার প্রদর্শিত ব্যবসায়ের প্রারম্ভিক মূলধনের ৪০,০০,০০০/- টাকা বা তার অংশবিশেষ ২০১২-২০১৩ কর বছরে বা ২০১৭-২০১৮ কর বছর পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ব্যবসা থেকে স্থানান্তর করতে পারবেন না। ২০১৭-২০১৮ করবর্ষের মধ্যে প্রারম্ভিক মূলধনের ৪০,০০,০০০/- টাকা বা তার অংশ বিশেষ স্থানান্তর করা হলে যে কর বছরে স্থানান্তর করা হবে ঐ কর বছরে এ করদাতার আয় হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে, প্রারম্ভিক মূলধনের বাইরে প্রদর্শিত আয় উত্তোলন করা যাবে।

(গ) আয়কর অধ্যাদেশের ধারা এর উপধারা () সংশোধনের মাধ্যমে কোম্পানীর পরিশোধিত মূলধন ক্রসড চেক বা ব্যাংকের মাধ্যমে গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সংশোধিত বিধানের ফলে ষ্টক এক্সচেঞ্জে নিবন্ধিত নয় এরূপ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী বা কোন প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী গঠনকালীন সময়ে পরিশোধিত মূলধন বা পরবর্তীতে এ মূলধন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে শেয়ারহোল্ডারদের নিকট থেকে ক্রসড চেক বা ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে গ্রহনের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। শেয়ারহোল্ডারগণ ক্রসড চেক বা ব্যাংক ভিন্ন অন্য কোনভাবে শেয়ারের মূল্য কোম্পানীকে প্রদান করলে এরূপ প্রদত্ত অংক সংশ্লিষ্ট বছরে কোম্পানীর আয় হিসেবে গণ্য হবে। নব প্রবর্তিত এ বিধান নগদ টাকা ব্যতীত অন্য কোন সম্পদ কোম্পানীর মূলধন হিসেবে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়-

জনাব ইসলাম ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে একটি কোম্পানীর ৪,৫০,০০,০০০/- টাকার শেয়ার গ্রহণ করেছেন। জনাব ইসলাম শেয়ারমূলধন হিসেবে ২,০০,০০,০০০/- টাকা তার ব্যাংক হিসাব থেকে কোম্পানীর ব্যাংক হিসাবে জমা করেছেন, ১,৫০,০০,০০০/- টাকা নগদে দিয়েছেন এবং ১,০০,০০,০০০/- টাকার সমমূল্যের জমি প্রদান করেছেন।

উপরোক্ত ক্ষেত্রে জনাব ইসলাম যেহেতু কোম্পানীর পরিশোধিত মূলধনের ১,৫০,০০,০০০/- টাকা নগদে পরিশোধ করেছেন সেহেতু এই ১,৫০,০০,০০০/- টাকা কোম্পানীর ২০১৩-২০১৪ কর বছরের আয় হিসেবে গণ্য হবে।

একইভাবে কোম্পানীর পরিশোধিত মূলধন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে শেয়ার হোল্ডারদের নিকট থেকে যে অংক নগদে গৃহীত হবে সেই অংক সংশ্লিষ্ট কর বছরে কোম্পানীর আয় হিসেবে গণ্য হবে।

(ঘ) আয়কর অধ্যাদেশের ধারা এর উপধারা () সংশোধনের মাধ্যমে কোম্পানীর ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে ক্রসড চেক বা ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সংশোধিত বিধান অনুযায়ী যে কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান বা অন্যকোন শ্রেনীর করদাতার নিকট থেকে কোম্পানীর ঋণ গ্রহণ করতে হলে ক্রসড চেক বা ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বর্ণিত পদ্ধতি ব্যতীত অন্য কোন মাধ্যমে ঋণ গ্রহন করা হলে এরূপে প্রাপ্ত ঋণকে কোম্পানীর হাতে করযোগ্য আয় হিসেবে বিবেচিত হবে। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী বিধান অনুযায়ী শুধুমাত্র এক কোম্পানী থেকে অন্য কোম্পানীর ঋণ গ্রহনের ক্ষেত্রে ক্রসড চেক বা ব্যাংক ট্রান্সফারের বাধ্যবাধকতা ছিল। সুতরাং ক্রসড চেক বা ব্যাংক ট্রান্সফার ব্যতীত অন্য কোন মাধ্যমে এক কোম্পানী কর্তৃক অন্য কোম্পানী ঋণ গ্রহন করলে প্রাপ্ত ঋনকে কোম্পানীর হাতে ২০১২-১৩ কর বছরে করযোগ্য আয় হিসেবে বিবেচিত হবে।

১ লা জুলাই, ২০১২ তারিখ বা তার পরবর্তী সময়ে কোন কোম্পানী কর্তৃক অন্য কোন ব্যতীত গৃহীত ঋণের ক্ষেত্রেও এবারের সংশোধিত বিধান প্রযোজ্য হবে।

(ঙ) আয়কর অধ্যাদেশের ধারা এ নূতন উপধারা () সংযোজন করা হয়েছে। সংযোজিত এ বিধানের ফলে এক বা একাধিক উৎস থেকে ৫ লাখ টাকার অধিক ঋণ বা দান গ্রহণের ক্ষেত্রে ক্রসড চেক বা ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে এ ঋণ বা দান গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ক্রসড চেক বা ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যম ব্যতীত নগদে গৃহীত উপরোক্ত সীমা অতিক্রম করলে সম্পূর্ণ অংক করদাতার আয় হিসেবে বিবেচিত হবে। নিম্নবর্ণিত উদাহরণ দ্বারা বিষয়টি স্পষ্ট করা হলোঃ-

জনাব হোসেন ২০১৩-২০১৪ কর বছরে নিম্নরূপ ঋণ বা দান প্রদর্শন করেছেনঃ

- সোনালী ব্যাংকের ঋণ ৫০ লাখ টাকা;
- ভাইয়ের নিকট থেকে নগদে গৃহীত ঋণ ৩ লাখ টাকা;
- আত্মীয়ের নিকট থেকে নগদে গৃহীত দান ৪ লাখ টাকা; এবং
- পিতার নিকট থেকে ২০ লাখ টাকা মূল্যের জমি দলিলের মাধ্যমে দান প্রাপ্ত।

এক্ষেত্রে জনাব হোসেন সর্বমোট ৫৩ (৫০+৩) লাখ টাকা ঋণ হিসেবে প্রাপ্ত হয়েছেন। করদাতা ব্যাংকের মাধ্যমে ৫০ লাখ টাকা ঋণ এবং ২০ লাখ টাকা মূল্যের জমি দান প্রাপ্ত হয়েছেন। অন্যদিকে, ভাই ও আত্মীয়ের নিকট থেকে নগদে ঋণ ও দান হিসেবে সর্বমোট ৭ (৩+৪) লাখ টাকা গ্রহণ করেছেন। ক্রসড চেক বা ব্যাংক ট্রান্সফার ব্যতীত ৭ লাখ টাকা ঋণ ও দান গ্রহণ করায় জনাব হোসেন এর ২০১৩-২০১৪ কর বছরে উক্ত ৭ লাখ টাকা আয় হিসেবে গন্য হবে।

১ লা জুলাই, ২০১২ তারিখে বা তার পরবর্তী সময়ে কোন ব্যক্তি করদাতা কর্তৃক গৃহীত দান বা ঋণের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে।

অন্যদিকে ৫ লাখ টাকা বা তার কম পরিমান অর্থ কোন করদাতা নগদ ঋণ হিসেবে প্রাপ্ত হয়ে আয় বছরের পরবর্তী ৩ বছরের মধ্যে পরিশোধ না করলে ৪র্থ বছরে এরূপ অপরিশোধিত ঋণ কে করযোগ্য আয় হিসেবে বিবেচনা করার জন্য ধারার () উপ ধারায় প্রাসঙ্গিক সংশোধন করা হয়েছে। উপধারা () ও () এর সম্মিলিত বিধান অনুযায়ী কোন করদাতা এক বা একাধিক উৎস থেকে নগদে সর্বমোট ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ গ্রহন করতে পারবেন। ৫ লাখ টাকার অধিক ঋণ গ্রহনের ক্ষেত্রে ক্রসড চেক বা ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে গ্রহন করতে হবে।